

গত ১৭ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ঘটে গেল এক ভয়াবহ ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্প হওয়ার মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস এর ওয়েবসাইটে এই ভূমিকম্প সম্পর্কে একটি সংবাদ বিবরণী প্রকাশ করে। নাতিদীর্ঘ এই সংবাদ বিবরণী দেখে মনে হবে এটি সাধারণ খবর। কিন্তু এ খবরে ছিল এ ভূমিকম্প সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা। প্রধান প্রধান বিষয়ের কোনো কিছুই এতে বাদ পড়েনি। যখন ভূমিকম্প প্রথম আঘাত হানে, তখন এর তীব্রতা কেমন ছিল, কতদূর পর্যন্ত এ ভূমিকম্পের বিস্তার ছিল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সব তথ্যই এ খবরে ছিল। তবে আর সব সাধারণ খবর থেকে এর একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায় এ রিপোর্টের শেষ বাক্যে : ‘The post was created by an algorithm written by the author’। অন্য কথায় এই সংবাদ বিবরণীটি তৈরি করেছে একটি রোবট।

একবার যদি পাঠকের কাছে এমন বোধ আসে যে, সংবাদ বিবরণীটি কমপিউটার জেনারেটেড অর্থাৎ এই খবরটি তৈরি করেছে একটি রোবট, আর রোবটটি এখানে রিপোর্টারের কাজটি করেছে—তখন পাঠকের মনে এ নিয়ে এক ধরনের আশ্রয় সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রশ্ন উঠতেই পারে— কী করে তা সম্ভব? কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এরই মধ্যে বেশ কিছু যন্ত্র খবর লেখার কাজ করছে। বিখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিনটির কথা মোটামুটি আমরা সবাই জানি। এই ম্যাগাজিন শিকাগোভিত্তিক ‘ন্যারেটিভ সায়েন্স’ নামে একটি কোম্পানিকে ব্যবহার করছে এর কর্পোরেট আর্নিংবিষয়ক খবর লেখানোর কাজে। এই একই সার্ভিস গত জানুয়ারিতে অংশীদারী গড়ে তুলেছে ProPublica-র সাথে শিক্ষায় সবার সমগ্রবেশ সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট একটি নিউজ অ্যাপ্লিকেশন সৃষ্টি করার জন্য।

ভূমিকম্প তথা Earthquake Algorithm-এর ডাক নাম দেয়া হয়েছে Quakebot। কোয়াকবট শুধু লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের ব্যবহারের রোবটই নয়। এই সংবাদপত্রের Mapping LA প্রকল্পও এই রোবটগুলো ব্যবহার করে নেইবারহুড তুলনা করার জন্য। আর এর ওয়েবসাইট The Homicide Reports এই নগরীর খুনের রিপোর্টগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পোস্ট করে এসব কোয়াকবটের সাহায্যে। তবে রোবট রিপোর্টারেরা এখনও নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকার দুই হাজার শব্দের আকর্ষণীয় ফিচারগুলোর মতো ফিচার লিখতে পারে না। আগে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, এগুলো মোটের ওপর খারাপ নয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে Journalism Practice (doi.org/r2g)-এ প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সামান্য সংখ্যক পাঠক



রোবট রিপোর্টার মুনীর তৌসিফ

নিশ্চিত করে ধরতেই পারেন না— খেলাধুলার রিপোর্টগুলো মানুষের লেখা, না রোবটের লেখা। যেসব রোবটকে অটোমেটেড আর্টিকেল লেখার কাজ দেয়া হয়, দেখা গেছে এগুলো আস্থার সাথেই রিপোর্ট লেখার কাজ করতে পারছে। এবং রিপোর্টগুলোও থাকে তথ্যপূর্ণ, যদিও এসব রিপোর্ট পড়তে কিছুটা বিরক্তি আসে।

এসব রোবট রিপোর্টার কি প্রকৃত মানব রিপোর্টারদের স্থান দখল করে বসবে— এ প্রশ্নের জবাবে সুইডেনের ক্যারিস্টাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিস্টার ক্লেরওয়াল বললেন না। তিনি এই সমীক্ষা তৈরিতে নেতৃত্ব দেন। তার বিশ্বাস, রোবট রিপোর্টারগুলো সাধারণত নিয়োজিত থাকবে নিরাস, নিরানন্দ, সাধারণ, মামুলি, গতানুগতিক ও জাগতিক ধরনের সংবাদকাহিনী তৈরির কাজে। এরই মধ্যে এগুলো এ ধরনের কাজ করছে। আর জটিল বর্ণনামূলক এবং সরেজমিন ও স্বচক্ষে দেখা প্রতিবেদনগুলো রেখে দেয়া হচ্ছে হিউম্যান জার্নালিস্টদের জন্য।

Ken Schwenke হচ্ছেন কোয়াকবটের নির্মাতা। তিনি বলেছেন, রোবট রিপোর্টারের উপকারিতা প্রচুর। তার মতে, আমরা যদি মানুষের কাছ থেকে প্রথমে খবর পেতে পারি এবং তা যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রকাশ করা যায়, তবে কেনো তা করব না।

আমরা আমেরিকার বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ Nathaniel Silver (পড়তে হবে Nate Silver)-এর কথা অনেকেই শুনেছি। তার জন্ম ১৯৭৮ সালের ১৬ জানুয়ারি। তিনি বেসবল খেলা ও জাতীয় নির্বাচনের আগাম ফল বিশ্লেষণে পারদর্শী। বর্তমানে তিনি ইএসপিএনের ব্লগ Five Thirty Eight-এর প্রধান সম্পাদক এবং এবিসি নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি। নেট সিলভার প্রথম জনস্বীকৃতি পান PECOTA ফরকাস্টিং সিস্টেম উদ্ভাবন করে। এর মাধ্যমে তিনি প্রধান প্রধান লিগ বেসবলের খেলায়াদের পারফরম্যান্স ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আগাম বিশ্লেষণ দেন। ২০০৭ সালে তিনি Poblano ছদ্মনাম নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগাম ফল বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন। সবার আগে এই ফল বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন Daily Kes নামের রাজনৈতিক ব্লগে। ২০০৮ সালে নেট সিলভার

চালু করেন ‘ফাইভ থার্ডি এইট ডটকম’ নামে তার নিজস্ব ওয়েবসাইট। গ্রীষ্মের দিকে পাঠকদের কাছে তিনি তার সত্যিকারের পরিচয় তুলে ধরেন। তখন থেকে তিনি একজন ইলেকটোরাল ও পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠতে শুরু করেন বিভিন্ন মুদ্রণ, অনলাইন ও ক্যাবল নিউজ মিডিয়ায়। ২০০৮ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সে নির্বাচনে বারাক ওবামা জয়ী হবেন বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ৫০টি স্টেটের মধ্যে ৪৯টি স্টেটে তার আগাম ফল বিশ্লেষণ যথার্থ সঠিক ছিল। শুধু ইন্ডিয়ানা স্টেটে তার ফল বিশ্লেষণে ভুল ছিল। যাই হোক, সার্বিকভাবে তার ফল বিশ্লেষণ সঠিক হওয়ায় এ ক্ষেত্রে তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। সে বছর যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট নির্বাচনেও ৩৫টি পদের নির্বাচনী ফল বিশ্লেষণ সঠিক ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণে নেট সিলভার যেমন ছিলেন যথার্থ সঠিক, ঠিক তেমনিই রোবট রিপোর্টারও তাদের খবর বিবরণীর তথ্য-উপাত্তে যথার্থ। এরা সংবাদ বিবরণী লিখে স্প্রেডশিট ভর্তি খেলার স্কোরগুলো, স্টকমার্কেটের শেয়ারমূল্য ও শেয়ারগুলোর ওঠানামার তথ্য-উপাত্ত কচকচ করে লিখে ফেলতে পারে। যখন রোবট রিপোর্টার সত্যিকারের কমপিউটার শক্তি অর্জন করবে, তখন এসব বটের সাথে মানুষ পেরে উঠবে না।

কোয়াকবটের বেলায় প্রক্রিয়াটি অনেকটা পার্লার গেম Mad Libs-এর মতো, যেখানে খেলোয়াড়েরা আগে থেকে তৈরি বাক্যগুলোতে শূন্যস্থান পূর্ণ করেন। যখন ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে উল্লেখযোগ্য মাত্রার একটি ভূমিকম্প সম্পর্কে একটি ই-মেইল অ্যালাট পাঠায়, এই তথ্য Schwenke-এর ওয়েব সার্ভারের ওপর জিপ করা বা খোলা হয়। এর রোবট ডাটার জন্য ই-মেইলের মাধ্যমে পার্সিং করে (ব্যাকরণগতভাবে বর্ণনা করে) এটি স্ক্রিপ করে আগে থেকে লিখে রাখা একটি টেমপ্লেটে। সংবাদপত্রের কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম লেখাটি আপলোড করে। এমনকি এটি একটি ই-মেইল রিমাইন্ডার পাঠায় সম্পাদকদের কাছে তা দেখার জন্য।

লাইফ লিগিং সেন্সর থেকে শুরু করে এনভায়রনমেন্ট ট্র্যাকার সেন্সর পর্যন্ত পৃথিবীতে সব ধরনের সেন্সরের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। একইভাবে রোবট রিপোর্টারদের লেখা সম্ভাবনাময় যথাযোগ্য সংবাদ বিবরণীর সংখ্যাও বেড়ে চলবে। এখন রোবটগুলো খবরের মৌল বিষয়গুলো মোকাবেলা করতে পারে। পরবর্তী কাজের ক্ষেত্রটি কি হবে সম্পাদনা? গত মাসে কলম্বিয়া জার্নালিজম স্কুলের টাউ সেন্টার ফর ডিজিটাল জার্নালিজমের অটোমেটেড স্টরি টেলিং সংক্রান্ত এক প্যানেলে ন্যারেটিভ সায়েন্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা Larry Birnbaum একটি সিস্টেমের ওপর অনুমান করে বলেছেন, এই সিস্টেম এডিটোরিয়াল জাজমেন্ট অর্থাৎ সম্পাদকীয় বিচার-বিবেচনা করতে পারে। বটগুলো সিদ্ধান্ত নেবে কোন কোন স্টরি লেখার উপযোগী তথা প্রকাশের উপযোগী, আর কীভাবে এসব স্টরি লেখা উচিত আর কোন পাঠকদের জন্য তা প্রকাশ করতে হবে ✍️

ফিডব্যাক : sabrina.nuzhat.borsha@gmail.com